১.আহলে হাদিসদের সংশয়; হাদিসে বর্ণিত গাযওয়াতুল হিন্দ হয়ে গেছে!

আহলে হাদিসদের সংশয়; গাযওয়াতুল হিন্দ হয়ে গেছে!

গাযওয়াতুল হিন্দ নিয়ে বর্তমান সমাজে একটি অনর্থক বিতর্ক রয়েছে। জিহাদ সমর্থক অনেক ভাই মনে করেন, হাদিসে বর্ণিত প্রতিশ্রুত গাযওয়ায়ে হিন্দ এখনো হয়নি, ভবিষ্যতে হবে। আর একে খণ্ডন করার জন্য হাদিস অনুসরণের দাবীদার কিছু লোক দাবী করে, গাযওয়ায়ে হিন্দ হয়ে গেছে। এটাই নাকি সত্যনিষ্ঠ আলেমদের মত। (লিংক কমেন্টে) এমনকি বর্তমান আহলে হাদিসদের অন্যতম 'মান্যবর' ডক্টর মঞ্জুরে ইলাহি একধাপ আগে বেড়ে দাবী করে বসেছে, "গাযওয়ায়ে হিন্দের ব্যাপারে কোনো সহিহ হাদিস নেই, এ ব্যাপারে কিছু যয়ীফ হাদিসের সমাহার দেখা যায়। সুতরাং এ নিয়ে কনফিউজড হওয়ার কিছু নেই।" এই ধরণের ব্যক্তির ব্যাপারে কি-ইবা করা যাবে? এই লোক তো সার্থসিদ্ধির জন্য দীনের স্বতঃসিদ্ধ ইজমায়ী সিদ্ধান্তকেও পাল্টে ফেলতে দ্বিধা করছে না। তাগুত হাসিনা যখন পর্দা নিয়ে ব্যাঙ্গ করে বলে, "এ কেমন জীবন্ত ট্যান্ট (তাঁবু) হয়ে ঘুরে বেড়ানো!" তখন মঞ্জুরে ইলাহি শেখ হাসিনাকে কুফরী থেকে বাঁচানোর জন্য বলে উঠে, "শরিয়তের কোনো বিধান

নিয়ে উপহাস করা কবিরা গুনাহ, কুফর নয়। কুফর হলো, শরিয়তের কোনো বিধান অস্বীকার করা।” অথচ কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় বলছে, শরিয়তের কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা করা কুফরি। ইরশাদ হয়েছে,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

“তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা তো হাসি-তামাশা ও ফূর্তি করছিলাম। বলো, তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ফূর্তি করছিলে? অজুহাত দেখিও না। তোমরা ইমান আনার পর কুফরীতে লিপ্ত হয়েছো।” -সূরা তাওবা, ৬৫-৬৬

শুধু তাই নয়, উলামায়ে কেরামের এ ব্যাপারে ঐকমত্যও রয়েছে যে, কেউ শরিয়তের কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। ‘মওসুয়্যাহ ফিকহিয়্যাহ’য় চারো মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাবাদীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে,

أجمع أهل العلم على كفر من أنكر نبوة نبي من الأنبياء، أو رسالة أحد من الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو كذبه، أو سبه، أو استخف به، أو سخر منه، أو استهزأ بسنة رسولنا عليه

ط. 22/210الموسوعة الفقهية الكويتية)الصلاة والسلام
الكويت - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية)

“আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কোন ব্যক্তি কোন একজন নবীর নবুওয়্যাতকে অস্বীকার করলে, তাকে মিথ্যাবাদী বললে, গালি দিলে, উপহাস করলে কিংবা আমাদের রাসূলের সুন্নাহ নিয়ে ঠাট্টা করলে সে কাফের হয়ে যাবে।” -মওসুয়্যাহ ফিকহিয়্যাহ, ২২/২১০

ভাবার বিষয় হলো, ইসলামী শরিয়তের এরকম সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকার পরও কেন তারা মুরতাদ শাসকদের বাঁচানোর জন্য দীনের অকাট্য বিধান পরিবর্তন করার পাঁয়তারা করে? এর উত্তর সেটাই যা আলোচ্য বক্তা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে আরোপ করেছে। সে বলেছে, “কিছু মানুষ শাসকদের তাকফির করে থাকে, তাদেরকে কাফের প্রমাণ করার চেষ্টা করে, যেন এর মাধ্যমে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভ করা যায়।” অথচ, বাহ্যত জ্ঞানী সেজে থাকা এই বোকা লোকটিও ভালো করেই জানে, শাসকদের কাফের বলে কেউ কোনো সুযোগ-সুবিধা পায় না। বরং শাসকদের কাফের বললে তো ওদের রোষানলে পড়তে হয়। হাদিসের সুস্পষ্টভাষ্য অনুযায়ী মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। সুযোগ-সুবিধা কিছু পেলে তো এই

নামস্বর্বস্ব ডক্টর ও শায়খরাই লাভ করে। অন্যথায় শাসকদের হাজারো কুফরী প্রকাশ পাওয়ার পরও তারা কোনো অবস্থাতেই ওদের তাকফীর করতে চায় না কেন? কারণ তো এটাই, যেন ওদের রোষানলে পুড়ে মরতে না হয়। রুটি-রোজগারের কোনো অভাব না হয়। শায়খ হামদ বিন নাসের আলফাহাদ ফাক্কাল্লাহু আসরাহু কতই না সুন্দর বলেছেন,

"শুনে রাখুন আমার মুসলিম ভাইয়েরা, অধিকাংশ আলিমরা দুঃখজনকভাবে তাকফিরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে মূলনীতি এতোদিন জানতেন না, তা হল যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যা তাকে ইসলামের গণ্ডী থেকে বের করে দেয় – সে কখনো শাসকদের একজন হতে পারে না। কারণ শাসকরা যে কুফর বা শিরকই করুক না কেন, তাদের তাকফির করা হলে আকাশ ভেঙ্গে পড়া এবং পর্বতমালা ধ্বসে পড়ার মতো অবস্থা হবে।

যাই হোক, গাযওয়ায়ে হিন্দের হাদিসের তাহকীক পূর্বেও পেশ করা হয়েছে, আর সব আহলে হাদিস মঞ্জুরে ইলাহির মত বেপরোয়াও না। অধিকাংশ আহলে হাদিস আলেমরাই বলেন, গাযওয়ায়ে হিন্দের হাদিস সহিহ, তবে তা হয়ে গেছে। তাই আজকে এ ব্যাপারটাই সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে

চাচ্ছি ইনশাআল্লাহ।

আসলে যারা মনে করেন গাযওয়াতুল হিন্দ হয়ে গেছে আর যারা মনে করেন তা এখনো হয়নি, এই দুই শ্রেণীই ভুল ধারণার শিকার। কারণ, হাদিসের শব্দ থেকে এটাই স্পষ্ট যে, হিন্দের কাফের-মুশরিকদের সাথে যত যুদ্ধ হবে সবই গাযওয়ায়ে হিন্দের অন্তর্ভুক্ত। হাদিসের শব্দ লক্ষ্য করুন,

عن ثوبان مولى رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار: عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليهما السلام». أخرجه النسائي: (3175) وأحمد: (22396)

ছাওবান রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার উম্মতের দুটি দলকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম হতে মুক্তিদান করেছেন। তাদের একটি দল হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে। অপর দল ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে যুদ্ধ করবে।" -সুনানে নাসায়ী, ৩১৭৫ মুসনাদে আহমদ, ২২৩৯৬

عن أبي هريرة، قال: «وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي، وإن قتلت كنت

أفضل الشهداء، وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر». رواه النسائي: (3174) وأحمد (7128)

আবু হুরাইরা বলেন, “রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হিন্দুস্তানের যুদ্ধের ওয়াদা করেছেন, যদি আমি (সেই যুদ্ধে) শহিদ হই তাহলে আমি হবো সর্বোত্তম শহিদদের একজন। আর যদি আমি (সেই যুদ্ধ থেকে জীবিত অবস্থায়) ফিরে আসতে পারি তাহলে আমি হবো (জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত।” -মুসনাদে আহমদ: ৭১২৮ সুনানে নাসায়ী, ৩১৭৪)

দেখুন, হাদিসের সব আম বা ব্যাপক। সুতরাং তাকে নির্দিষ্ট কোনো দলের সাথে খাস করার কোনই যুক্তি নেই। পূর্ববর্তী আলেমগণও হাদিসের এই ব্যাপক অর্থই বুঝেছেন। তাদের বুঝ নিশ্চয়ই আমাদের বুঝের চেয়ে উত্তম। ইমাম বাইহাকী ‘আসসুনানুল কুবরা’য় আবু হুরাইরা রাযি. এর হাদিসটি বর্ণনা করার পরে ইমাম আবু ইসহাক ফাযারীর বক্তব্য নকল করেছেন। আবু ইসহাক ফাযারী বলেন,

وددت أني شهدت ما ربد بكل غزوة غزوتها في بلاد الروم.
(السنن الكبرى للبيهقي: 9 : 297 ط. دار الكتب العلمية: 1424 هـ).

“আমার আকাঙ্ক্ষা জাগে, আমি রোমে যত যুদ্ধ করেছি এর পরিবর্তে যদি (হিন্দুস্তানের) মারবাদে যুদ্ধ করতাম।” - আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী, ৯/২৯৭

আবু ইসহাক ফাযারী (মৃ: ১৮৬ হি.) হলেন ইমাম আওযায়ীর খাস শাগরেদ, তিনি ইমাম আওযায়ী থেকে বর্ণিত জিহাদের বিধিবিধান সংকলন করেছেন। ইমাম যাহাবী তাঁর প্রশংসা করে বলেছেন,

لم يصنف أحد في السير مثل كتاب أبي إسحاق. وقال أبو حاتم: اتفق العلماء على أن أبا إسحاق الفزاري إمام يقتدى به، بلا مدافعة (سير أعلام النبلاء 16/ 69)

“জিহাদের বিধিবিধানের ব্যাপারে আবু ইসহাক ফাযারীর কিতাবের মত কোন কিতাব কেউ সংকলন করতে পারেনি। আবু হাতেম রাযী. রহ. বলেন, আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আবু ইসহাক ফাযারী অনুসরণীয় ইমাম।” – সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৬/৬৯

লক্ষ করুন, আবু ইসহাক ফাযারী রহ এই হাদিসের কারণে রুমে যত যুদ্ধ করেছেন সেগুলোর পরিবর্তে হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন, যা থেকে বুঝা যায়; তিনি

হিন্দুস্তানের কাফেরদের সাথে সংঘটিত সব যুদ্ধকেই এই হাদিসের মেসদাক-উদ্দেশ্য মনে করছেন। কেননা এই হাদিসের উদ্দেশ্য যদি শুধু সাহাবীদের যমানায় সংঘটিত প্রথম যুদ্ধই হতো, তবে তার এই আকাঙ্ক্ষার কোন অর্থই হতো না।

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের দলিলস্বরুপে সেসকল হাদিস একত্রিত করেছেন যে হাদিসগুলোতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন এবং তা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় তিনি গাযওয়াতুল হিন্দের হাদিসও উল্লেখ করেছেন, এরপর গাযওয়াতুল হিন্দের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী কিভাবে সত্য হয়েছে তার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন,

وقد غزا المسلمون الهند في سنة أربع وأربعين في إمارة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فجرت هناك أمور فذكرناها مبسوطة، وقد غزاها الملك الكبير السعيد المحمود بن سبكتكين صاحب بلاد غزنة وما والاها في حدود أربعمائة ففعل هنالك أفعالا مشهورة وأمورا مشكورة وكسر الصنم الأعظم المسمى بسومنات وأخذ قلائده وسيوفه ورجع إلى بلاده سالما غانما(النهاية في الفتن: 1/18 دار الجيل، 1408 ه)

“মুসলমানরা মুয়াবিয়া রাযি. এর শাসনামলে তেতাল্লিশ

হিজরিতে হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এরপর গজনীর অধিপতি মহান বাদশাহ মাহমুদ বিন সবুক্তগীন চারশো হিজরির দিকে হিন্দুস্তান ও তার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তিনি সেখানে মহান কারনামা আঞ্জাম দিয়েছেন, প্রশংসাযোগ্য অনেক কাজ করেছেন। সোমনাথ মন্দিরের সবচেয়ে বড় মূর্তি ভেঙ্গেছেন এবং তার ভিতরে রক্ষিত হিরা-জহরত নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন।" - আননিহায়া ফিল ফিতান, ১/১৮

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইবনে কাসীর রহ. মুয়াবিয়া রাযি. এর আমলে সংঘটিত যুদ্ধ এবং মাহমুদ গজনবীর ভারত অভিযান সবগুলোকেই গাযওয়াতুল হিন্দের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসের মেসদাক ধরছেন। এ থেকে প্রমাণ হয়, তিনি গাযওয়াতুল হিন্দকে নির্দিষ্ট কোনো যুদ্ধ মনে করতেন না।

চলবে ইনশাআল্লাহ

২.আহলে হাদিসদের সংশয়; গাযওয়াতুল হিন্দ হয়ে গেছে! (দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব)

(ভারতের সাথে ইতিপূর্বে যত যুদ্ধ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে সব যুদ্ধই হাদিসে বর্ণিত গাযওয়ায়ে হিন্দের উদ্দেশ্য- এ ব্যাপারে গতপর্বে ইমাম আবু ইসহাক ফাযারী ও ইবনে কাসীর রহ. এর বক্তব্য পেশ করেছি। এ পর্বে আল্লামা সিন্দী, আল্লামা যফর আহমদ উসমানী ও মুফতি শফী রহ. এর বক্তব তুলে ধরছি।)

আল্লামা সিন্দী রহ. (মৃত্যু: **১১৩৮** হি.) গাযওয়াতুল হিন্দের হাদিসদ্বয়ের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা থেকেও বুঝে আসে, এ ফযিলত হিন্দুস্তানের কাফেরদের সাথে যুদ্ধকারী সকল মুমিনদের জন্য আম-ব্যাপক, নির্দিষ্ট কোন দলের সাথে খাস নয়। তিনি আবু হুরাইরা রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন,

المحرر أي: المعتق من النار على مقتضى ذلك العمل) النجيب، ... والحديث الآتي (يعني حديث ثوبان) يدل على أنه بشَّر كُلَّ من حضر بذلك، فقوله بذلك مبني على أنه حينئذ يكون مندرجا فيمن بُشروا بذلك، والله تعالى أعلم (حاشية السندي على سنن النسائي: 6/42 مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب (الطبعة: الثانية، 1406 - 1986

“পরবর্তী হাদিস (সাওবান রাযি. এর হাদিসে) বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দরবারে

উপস্থিত সবাইকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, যারা হিন্দুস্তানের বিপক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন, এর ভিত্তিতেই আবু হুরাইরা এ হাদিসে বলছেন, যদি আমি ফিরে আসি তাহলে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হবো।" -সুনানে নাসায়ীর টিকা, ৬/৪২

মুফতি শফি রহ. 'জাওয়াহিরুল ফিকহে' (৬/৬৪) এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেছেন। তার বক্তব্য দেখুন,

هندوستان کے جهاد سے کونسا جهاد مراد هے ؟
ان دونوں حدیثوں میں جو فضائل غزو ه هند کے ارشاد
فرمائے گئے هیں اس میں یه سوال پیدا هوتا هے کے
هندوستاں پر جهاد تو پهلي صدي هجري سے لیکر آج تك
مختلف زمانوں میں هوتے رهے هیں، أور سب سے پهلا
سنده کي طرف سے محمد بن قاسم کا جهاد هے جس میں
بعض صحابه رضي الله عنهم أور اکثر تابعین کي کثرت نقل
کي جاتي هے، تو کیا اس سے مراد صرف پهلا جهاد هے یا
جتنے جهاد هو چکے یا آئنده هوں گے وه سب اس میں شامل
هیں؟
ألفاظ حدیث میں غور کرنے سے حاصل یهي معلوم هوتا هے
کے الفاظ* حدیث کے عام هیں اس کو کسي خاص جهاد
کیساته مخصوص ومقید کرنے کي کوئي وجه نهیں اس لے
جتنے جهاد هندوستان میں مختلف زمانوں میں هوتے رهے
هیں اور پاکستان کي حالیه جهاد بهي اور آئنده جو بهي جهاد
هندوستان کے کفار کے خلاف هوگا وه سب اس عظیم الشان

والله سبحانه وتعالى أعلم - (جواهر - بشارت ميں شامل هيں
الفقه 6/64)

“উল্লিখিত দু’টি হাদিসে গাযওয়ায়ে হিন্দের যে ফযিলত বর্ণিত হয়েছে এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে যে, হিন্দুস্তানের জিহাদ তো হিজরি প্রথম শতক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে সর্বদাই চলমান ছিল। সর্বপ্রথম জিহাদ হয়েছে মুহাম্মদ বিন কাসেমের নেতৃত্বে সিন্ধু অভিমুখে, যে যুদ্ধে কয়েকজন সাহাবী ও অসংখ্য তাবেয়ী অংশগ্রহণ করেন। তাহলে হাদিসে বর্ণিত গাযওয়ায়ে হিন্দ দ্বারা কি শুধু প্রথম জিহাদ উদ্দেশ্য না পূর্বে যত জিহাদ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যত জিহাদ হবে সবই উদ্দেশ্য?

হাদিসের শব্দে চিন্তা করলে এটাই বুঝে আসে যে, হাদিসের শব্দ যেহেতু ব্যাপক অর্থবহ তাই তাকে কোনো নির্দিষ্ট জিহাদের সাথে খাস করার কোনো কারণ নেই। সুতরাং হিন্দুস্তানের ময়দানে যুগে যুগে যত জিহাদ হয়েছে এবং পাকিস্তানের বর্তমান জিহাদ ও ভবিষ্যতে হিন্দুস্তানের কাফেরদের সাথে যত জিহাদ হবে সবই এই মহান ফযিলত সম্বলিত সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত।” -জাওয়াহিরুল ফিকহ, ৬/৬৪

আল্লামা যফর আহমদ উছমানী রহ. ও এলাউস সুনানে (১২/৬৮৭) এই মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি 'গাযওয়ায়ে হিন্দের ফযিলত' শিরোনামে আবু হুরাইরা ও সাওবান রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত হাদিসদ্বয় উল্লেখ করে উভয় হাদিসকে 'হাসান' বলে মন্তব্য করেন। এরপর তিনি বলেন,

هل هذه الفضيلة تختص بعصابة غزت الهند أولا أو تعم كل عصابة غزته أولا أو ثانيا أو ثالثا حتى جعلتها دار الإسلام، وكذا كل عصابة تغزوها فيما بعد لصيرورتها الآن دار حرب بعد ما بقيت دار إسلام مدة ألف سنة أو نحوها؟ فظاهر حديث ثوبان الأول، وظاهر حديث أبي هريرة الثاني، والكرم عميم، والله ذو الفضل العظيم. ... جعلنا الله .... من إحدى العصابتين التين أحرزهما من النار بحرمة سيد الأبرار

"এ হাদিসদু'টি থেকে গাযওয়ায়ে হিন্দের ফযিলত সুস্পষ্টরূপে বুঝে আসে। তবে এ ফযিলত কি শুধু সর্বপ্রথম হিন্দুস্তানে জিহাদকারী দলের সাথে বিশেষিত, না তাদের ক্ষেত্রেও ব্যাপ্ত যারা পরবর্তীতেও সময়ে সময়ে যুদ্ধ করে তাকে দারুল ইসলামে পরিণত করেছিল? তেমনিভাবে বর্তমানে তা দারুল হারবে রূপান্তর হওয়ার পর যারা তার বিপক্ষে যুদ্ধ করবে হাদিসদু'টির ফযিলত কি তাদেরকেও শামিল করবে? সাওবান রাযি. এর হাদিস থেকে প্রথম দলের সাথে খাস হওয়া বুঝা যায়। কিন্তু আবু হুরাইরা রাযি.

এর হাদিস থেকে সব দলের ক্ষেত্রেই আম-ব্যাপক হওয়া বুঝে আসে। আর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ তো অসীম, তিনি পরম দয়ালু, (তাই যারাই হিন্দুস্তানের কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করবে তাদেরকেই তিনি নিজ অনুগ্রহে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিবেন এটাই আমাদের আশা)।" -ইলাউস সুনান, ১২/৬৮৭

মজার বিষয় হলো, 'পোশাকি শায়খ' আবু বকর যাকারিয়া ইবনে কাসীরের বক্তব্যকে 'গাযওয়াতুল হিন্দ হয়ে গেছে'- এ দাবীর স্বপক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেছে। সাথে সে আরেকটু যুক্ত করে বলেছে, "গাযওয়ায়ে হিন্দ আগেও হয়েছে, সর্বপ্রথম হয়েছে মুহাম্মদ বিন কাসেমের সময়ে, তারপর সুলতান মাহমুদ গযনবী করেছেন সতেরোবার, তারপর করেছেন সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী। এ যুদ্ধ হয়ে গেছে এটাই ইবনে কাসীরের মত, সত্যনিষ্ঠ আলেমদের মত। ...যদি আবারো হয়, আবার হতেও পারে, তবে এটা হাদিসে বর্ণিত গাযওয়ায়ে হিন্দ নয়।" অর্থাৎ, সে বলতে চাচ্ছে: মুহাম্মদ বিন কাসেম, মাহমুদ গযনবী ও মুহাম্মদ ঘুরী এদের সকলের যুদ্ধই হাদিসে বর্ণিত গাযওয়ায়ে হিন্দের মেসদাক-উদ্দেশ্য। মুহাম্মদ ঘুরী যেহেতু ইবনে কাসীরের পরের যমানার লোক তাই ইবনে কাসীর তার কথা উল্লেখ করেননি। তবে তার জিহাদও হাদিসে বর্ণিত গাযওয়ায়ে হিন্দের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই মাথামোটা শায়খকে কে বুঝাবে,

যদি মুহাম্মদ বিন কাসেম থেকে শুরু করে মুহাম্মদ ঘুরী পর্যন্ত হিন্দুস্তানে সংঘটিত সব যুদ্ধই হাদিসে বর্ণিত গাযওয়ায়ে হিন্দের উদ্দেশ্য হতে পারে, সুলতান মাহমুদ গযনবীর সতেরোবার ভারত আক্রমণ সবগুলো এর মেসদাক-উদ্দেশ্য হতে পারে, তবে বর্তমান বা ভবিষ্যতে সংঘটিত হিন্দুস্তানের বিপক্ষে যুদ্ধ কেন হাদিসে বর্ণিত গাযওয়ায়ে হিন্দের উদ্দেশ্য হবে না? এখানে পূর্বে সংঘটিত যুদ্ধ এবং ভবিষ্যতে ঘটিতব্য যুদ্ধের মাঝে তো আমরা তেমন কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না। একটা পার্থক্য অবশ্য ধরা যায়। তা হলো, পূর্বে যত যুদ্ধই সংঘটিত হয়েছে সবগুলো হাদিসে বর্ণিত গাযওয়ায়ে হিন্দের উদ্দেশ্য হতে মানা নেই। কারণ, তাতে যাকারিয়ার মতো জিহাদবিরোধী মুনাফিকদের অংশগ্রহণের কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু বর্তমান বা ভবিষ্যতে গাযওয়ায়ে হিন্দ হলে তাতে তো এই মুনাফিকদেরও জিহাদে শরিক হওয়ার মাসয়ালা আসবে, তখন ইসলামের সূচনালগ্নে যেমন জিহাদে অংশগ্রহণে গড়িমসির মাধ্যমে মুনাফিকদের নেফাক প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনি গাযওয়ায়ে হিন্দ থেকে বসে থাকার কারণে এদের নেফাকীও প্রকাশ পেয়ে যাবে। জুব্বা ও আবা-কাবা পড়ে শায়খগিরির কপটতাপূর্ণ খোলস খসে পড়বে। তাই গাযওয়াতুল হিন্দ নিয়ে তাদের এত মাথাব্যাথা। কেউ গাযওয়ায়ে হিন্দের সব হাদিসকে যয়ীফ সাব্যস্ত করার চেষ্টা

করে, কেউ সহিহ মানলেও হয়ে গেছে বলে দাবী করে।

এই ভিডিওতে শায়খ যাকারিয়া আরো অনেক বস্তাপচা বক্তব্য দিয়েছে। যেমন সে বলেছে, "আপনি যুদ্ধ যদি করেনও কিন্তু আপনার যদি আকীদা শুদ্ধ না থাকে তবে আপনার যুদ্ধের কোনো মূল্য হবে না।" অথচ সে ইতোপূর্বে মাহমুদ গযনবীর ভারত অভিযানকে হাদিসে বর্ণিত গাযওয়ায়ে হিন্দের উদ্দেশ্য প্রমাণ করে এসেছে। মূর্খ লোকটি এটাও জানে না যে, মাহমুদ গযনবীর আকীদা পুরোপুরি শুদ্ধ ছিল না। তিনি আকীদার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর অনুসারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন কাররামী। ইবনে কাসীর রহ. তাঁর ব্যাপারে বলেছেন,

وكان على مذهب الكرامية في الاعتقاد، وكان من جملة من يجالسه منهم محمد بن الهيضم، وقد جرى بينه وبين أبي بكر بن فورك مناظرات بين يدي السلطان محمود في مسألة العرش، ذكرها ابن الهيضم في مصنف له، فمال السلطان محمود إلى قول ابن الهيضم، ونقم على ابن فورك كلامه، وأمر بطرده وإخراجه، لموافقته لرأي الجهمية. (البداية والنهاية 12 : 38 الناشر: دار إحياء التراث العربي الطبعة: الأولى 1408، هـ - 1988 م)

"তিনি আকীদার ক্ষেত্রে কাররামিয়্যাহদের অনুসারী ছিলেন, তার সভাসদদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন হাইযম (কাররামীও)

ছিল। ইবনে হাইযম এবং উস্তায আবু বকর ফুরাকের মাঝে আল্লাহ তায়ালার আরশে সমাসীন হওয়ার বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক হয়। ইবনে হাইযম তার রচিত এক কিতাবে এর বিবরণ দিয়েছে। সুলতান মাহমুদ গযনবী ইবনে হাইযমের মতই গ্রহণ করেন। বরং তিনি উস্তায আবু বকর ফুরাককে তার দরবার হতে তাড়িয়ে দেন, (সুলতানের ধারণা অনুযায়ী) উস্তায আবু বকরের মত জাহমীদের মতের সাথে মিলে যাওয়ার কারণে।" -আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১২/৩৮

সে আরো বলেছে, "গাযওয়ায়ে হিন্দের জন্য কোন প্রস্তুতি নিবেন না, প্রস্তুতি নেয়া জঘন্য কাজ হবে।" সুবহানাল্লাহ, চিন্তা করুন, আল্লাহ তায়ালা ও তার দ্বীনের ব্যাপারে এরা কি চরম ধৃষ্টতা পোষণ করছে। গাযওয়ায়ে হিন্দ হোক বা না হোক, জিহাদের জন্য প্রস্তুতিগ্রহণ তো সর্বাবস্থায় ফরয, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার সুস্পষ্ট আদেশ দিয়েছেন। আর এ প্রস্তুতি নিতে শুধু নিষেধই করছে না, বরং একে জঘন্য কাজ বলছে!

পরিশেষে বলব, বর্তমান পরিস্থিতিতে মূলত গাযওয়ায়ে হিন্দের ব্যাপারে এসব তাত্ত্বিক আলোচনার তেমন প্রয়োজনই পড়ে না। হিন্দুরা যেভাবে ভারতের মুসলিমদের উপর প্রকাশ্যে নির্যাতন করছে আর বাংলাদেশেও ইসকনের

মাধ্যমে প্রশাসনকে হাত করে আগ্রাসনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন জিহাদ ব্যতীত মুসলিমদের মুক্তির আর কী উপায় আছে? সুতরাং আহলে হাদিস ভাইদের নিকট আবেদন, আমরা আপনাদেরকে আমাদের ভাই-ই মনে করি। সামান্য কিছু মাসয়ালাতে হানাফী মাযহাবের বিপরীতে হাদিসের উপর আমল করলে আমাদের তাতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু সহিহ হাদিস অনুসরণের নামে আপনারা আসলে কাদের অনুসরণ করছেন? জিহাদের জন্য ইমাম শর্ত, রাষ্ট্র শর্ত, ইমান-আকীদা বিশুদ্ধ করা শর্ত, এ বিষয়গুলো কোন হাদিসে আছে? তাই আপনারা এ শায়খদের ব্যাপারে সতর্ক হোন। মনে রাখবেন, ভারতীয় আগ্রাসন শুরু হলে জিহাদ বিরোধী এ শায়খরা আপনাদের মুক্তির জন্য কিছুই করবে না, বরং তারা বাংলাদেশে নিজেদের ব্যবসা বন্ধ করে তাদের খোদা মুহাম্মদ বিন সালমানের দেশে পালানোর চেষ্টা করবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সঠিক বিষয়গুলো বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

প্রথম পর্বের লিংক
https://dawahilallah.com/showthread....B%26%232503%3B!